প্রথম আলো

তারিখ 17 DEC 2012
পৃষ্ঠা কলাম

পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব

দায়ী শিক্ষক ও প্রশাসনকেই জবাবদিহি করতে হবে

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের দলবাজি ও স্বজনপ্রীতির খবর নতুন নয়। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও শিক্ষকদের মধ্যকার বিরোধে শিক্ষার্থীদের ক্লাস ও পরীক্ষা ব্যাহত হওয়ার খবরও সংবাদমাধ্যমে প্রায়ই প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস যে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে, তা অমার্জনীয়।

সংশোধিত ফলাফল দ্রুত প্রকাশের দাবিতে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা গত শনিবার বিভাগীয় কার্যালয়ে তালা দেন বলে *প্রথম আলোর* খবরে বলা হয়। বিভাগীয় কার্যালয়ে তালা দেওয়াটা ন্যায়সংগত নয়। কিন্তু সেই বিভাগের শিক্ষার্থীদের বিকল্প কী ছিল? ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়েছে গত এপ্রিল মাসে। তিন মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের কথা। কিন্তু পাঁচ মাস পর সেপ্টেম্বরে যে ফল প্রকাশিত হয়েছে তাতে নানা অসংগতি ছিল। শিক্ষার্থীদের আপত্তির মুখে সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ফলাফল সংশোধন করে ফের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা সংশোধিত ফল প্রকাশ করেনি। ফলে শিক্ষার্থীরা কোথাও চাকরির জন্য আবেদন করতে পারছেন না।

এ অবস্থায় স্বভাবতই শিক্ষার্থীদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষের পাঠ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে। এখন ২০১২ সাল শেষ হতে যাচ্ছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব কিংবা অসংগতির জন্য নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীরা দায়ী নন। এর দায় শিক্ষক এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের। তাদের যৌথ অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার খেসারত কেন শিক্ষার্থীরা দেবেন? তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষার ফল প্রকাশের কথা থাকলেও কেন তাঁরা আট মাসেও তা পাবেন না?

কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়। অবিলম্বে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হোক। সেই সঙ্গে যাদের দায়িত্বে অবহেলার কারণে ফলাফলে অসংগতি ছিল এবং প্রকাশে বিলম্ব হলো, তাদেরও জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার কারও নেই—হোন তিনি শিক্ষক কিংবা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।